বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা অনুশীলন পাঠ। **তৃতীয় ক্লাস**

অধ্যায় : বাক্য তত্ত্ব, বিষয়- বাক্য পরিবর্তন

শিখনফল: বাক্য পরিবর্তন বা রূপান্তর করতে পারবে (পূর্ববর্তী পাঠের আলোকে)

প্রথমে একটি সরল বাক্যকে কয়েকটি কাঠামোতে রূপান্তরিত করে পাঠ উপলব্দি করে নাও।
যেমন - দেশ প্রেমিকরা দেশের বিপদে এগিয়ে যাচ্ছে (সরল বাক্য)। বাক্যটির অন্যান্য বাক্যে পরিবর্তিত রূপ নিচে দেয়া হলো ---

ক জটিল বাক্যে - যারা দেশ প্রেমিক, তারা দেশের বিপদে এগিয়ে যাচ্ছে।
খ যৌগিক বাক্যে - তারা দেশ প্রেমিক তাই দেশের বিপদে এগিয়ে যাচ্ছে।
গ নেতিবাচক বাক্যে - দেশ প্রেমিকরা দেশের বিপদে এগিয়ে না গিয়ে থাকে না।
ঘ বিস্ময়সূচক বাক্যে - শাবাশ! দেশ প্রেমিকরা দেশের বিপদে এগিয়ে যাচ্ছে।
ঙ প্রশ্নবাচক বাক্যে - দেশ প্রেমিকরা দেশের বিপদে কী এগিয়ে যাচ্ছে না?
চ অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে - দেশ প্রেমিকরা দেশের বিপদে এগিয়ে যাও।
ছ নির্দেশাত্মক বাকে - দেশ প্রমিকরা দেশের বিপদে এগিয়ে যায়।
জ অস্তিবাচক বাক্যে - দেশ প্রেমিকরা দেশের বিপদে এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্ণানুক্রমিক লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ:-

ক.যারা, তারা শব্দ দুটো দ্বারা বাক্য দুটো পরস্পরের নির্ভর হয়ে বাক্য গঠন করে ভাব প্রকাশ করেছে। এটি জটিল বাক্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।
খ. এই বাক্যে 'তাই' যোজক যোগে দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ যৌগিক বাক্য গঠন করেছে।
গ. এই বাক্যে বক্তার ভাব বা কাজের উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে। অর্থাৎ বিবৃতি ঠিক থাকবে। শুধু একই বক্তব্য নাবোধক বা হ্যাঁ বোধক বাক্যে প্রকাশ করবে। যেমন - অস্তিবাচক: আমি কলেজে যাব। নেতিবাচক : আমি কলেজে না গিয়ে থাকবো না। অর্থাৎ 'কলেজে যাওয়া ' ঠিক থাকবে।
ঘ. এটি বিস্ময়সূচক আবেগ শব্দ 'শাবাশ' দ্বারা গঠিত বাক্য। বিস্ময়সূচক বাক্যে বাহ! আহা! উঃ! আরে! হায়! শাবাশ! মতো শব্দগুলো ব্যাবহার হয়।
ঙ. এই বাক্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং বক্তার মনের জিজ্ঞাসা প্রকাশ পেয়েছে।
চ. এই বাক্যে আদেশ প্রকাশ পেয়েছে। এই ধরনের বাক্যে- আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ,উপদেশ থাকে।
ছ. এই বাক্যে বিষয়ের সাধারণ বর্ণনা বা বিবৃতি প্রকাশ পেয়েছে। বাক্য হ্যাঁ ও না বোধকে গঠিত হয়।
জ. এতে বাক্তার বক্তব্য ঠিক রেখে মনের ভাব হ্যাঁ বোধকে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন: বন্ধনীর নির্দেশ মোতাবেক বাক্য পরিবর্তন করো।
বাক্য পরিবর্তনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিচে উদাহরণ গুলো অনুশীলন করো।

প্রদত্ত বাক্য	পরিবর্তিত বাক্য
আমার পথ দেখাবে আমার সত্য।(জটিল)	যা আমার পথ তা দেখাবে আমার সত্য।
কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না"।(অস্তি)	কল্যাণী বলে, "আমি অবিবাহিত থাকব"।
খাইতে দাও, নইলে চুরি করিব।(যৌগিক)	খাইতে দাও নতুবা চুরি করিব।
গ্রামের চক্কোত্তি মশাই আমার বাবার বন্ধু।(প্রশ্ন)	গ্রামের চক্কোত্তি মশায় আমার বাবার বন্ধু নয় কী?
চোরে যে চুরি করে সে অধর্ম কৃপণ ধনীর।(সরল)	চোরের চুরি করার অধর্ম ধনীর।
জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকানো প্রয়োজন।(অনুজ্ঞা)	জীবনের জন্য বৃক্ষের দিকে তাকাও।
দুর্জন থেকে দূরে থেকো।(নির্দেশক)	দুর্জন থেকে দূরে থাকা উচিত।
বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল।(নেতিবাচক)	বিড়ালকে বুঝানো সহজ হইল না।

এটি ভারি লজ্জার কথা।(বিস্ময়)	ছি! কী লজ্জার কথা।
কর্মের অনুরূপ ফল পাবে।(জটিল)	যেমন কর্ম করবে তেমনি ফল পাবে।
ওরা আগামীকাল আসবে।(প্রশ্নবাচক)	ওরা কী আগামীকাল আসবে?
তিনি আর নেই।(যৌগিক)	তিনি ছিলেন কিন্তু এখন নেই।
মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল।(নেতিবাচক)	মামার মুখ লাল না হইয়া থাকিল না।

অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত বই থেকে বিভিন্ন বোর্ডের গত তিন বছরের প্রশ্ন দেখবে।

মুহাম্মদ আবদুল মোমেন। সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ। মোবা-০১৭১১৩১৮৮৪৪

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা অনুশীলন পাঠ। বাংলা দ্বিতীয় পত্র। **"চতুর্থ ক্লাস"**

বিষয়: বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

শিখনফল: কী কী কারণে ভাষার অপপ্রয়োগ হয় তা বলতে পারবে।

বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ করতে পারবে।

প্রতিনিয়ত মানুষ আলাপচারিতায় কিংবা লেখার ক্ষেত্রে শব্দ এবং বাক্যের ভুল প্রয়োগ করে যাচ্ছে। একটু সচেতন হলে এই ভুল গুলো এড়ানো সম্ভব। আজকের আলোচনায় কোথায়, কেন ভুল প্রয়োগ হচ্ছে তা উপস্থাপন করছি-

◆ বানানের ভুল- যদি লেখা হয় আপনাদের ভোটে আমি নির্বাসিত হয়েছি। এখানে নির্বাচিত শব্দের বানান ভুলের কারণে হাস্যকর বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। যদি লেখা হয় আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। এখানে নিমন্ত্রিত অতিথি অপমানিত হচ্ছেন। কারণ তাঁকে স্বপরিবার মানে নিজ পরিবার নিয়ে নিমন্ত্রণে যাওয়ায় ঈঙ্গিত রয়েছে। কেউ অন্যের পরিবার নিয়ে কী নিমন্ত্রণে যায়?। শব্দটি হবে সপরিবার অর্থাৎপরিবারসহ।

◆ ব্যবহারিক ভুল- জনাব শব্দটি নারী /পুরুষ উভয়ের নামের পূর্বে ব্যবহার করতে হবে। নারীর নামের পূর্বে জনাবা ব্যবহার লজ্জাকর অর্থ সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে নামের পূর্বে বংশ পদবী বা ডিগ্রি কিংবা চাকরি পদবী থাকলে জনাব লেখা যাবে না। যেমন- ভুঁইয়া, সৈয়দ, খান, ডক্টর, হযরত, সুফি শব্দ।

◆ পদের ভুল- বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন- বিশেষণের অপপ্রয়োগ- তার গোপন ঘটনা জানা গেছে। এখানে গোপন পদটি ভুল। শুদ্ধ বিশেষণ পদ হবে গোপনীয়।

◆ বাগধারার ও প্রবাদ প্রবচনের ভুল- যদি বলা হয় কারো মাঘ মাস কারো সর্বনাশ। এই প্রবাদটিতে মাসের নামের ভুল প্রয়োগে বাক্যটি অশুদ্ধ হয়েছে। শুদ্ধ মাসটি হবে- পৌষ মাস। বাগধারার ভুল প্রয়োগের ফলে বাক্য ভুল হয়। যেমন- যদি বলা হয় ; উলুবনে সোনা ছড়িয়ে লাভ নেই। বাক্যটি শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ বাক্য হলো- উলুবনে মুক্তা ছড়িয়ে কোন লাভ নেই।

◆ বচনের ভুল- একই বাক্যে দুটো বহুবচন প্রয়োগে বাক্য ভুলের জন্য দায়ী। যেমন- সকল শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এখানে সকল ও বৃন্দ শিক্ষক শব্দের সমষ্টি বুঝাতে গিয়ে বাক্যটি ভুল হয়েছে। বাক্যটি শুদ্ধ করতে যেকোন একটি- সকল অথবা বৃন্দ ব্যবহার করতে হবে।

◆ শব্দের দ্বৈত প্রয়োগ জনিত ভুল- একই শব্দ দুবার ব্যবহারে বাক্য ভুল হয়। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে এসো। এখানে কালীন ও সময় একই অর্থ, তাই যেকোন একটি লিখতে হবে।

◆ বাক্যের দুর্বল বা ভুল প্রয়োগে- 'বিরাট গরু ছাগলের হাট' বলতে গরু ছাগলকে বিরাট বোঝায়, হাটকে বোঝায় না। তাই বলতে হবে ' গরু ছাগলের বিরাট হাট।

◆ সাধু-চলিত মিশ্রণ- একই বাক্যে সাধু-চলিত মিশ্রণ দূষণীয়। যেমন- শিশুটি বাবার হাত ধরিয়া পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একই বাক্যে সাধু ও চলিত প্রয়োগে হয়েছে । ধরিয়া সাধু, এবং ঘুরে, ও বেড়াচ্ছিল চলিত শব্দ। চলিত ভাষা বহুল প্রচলিত ভাষা । তাই সাধু ভাষার ধরিয়া ক্রিয়াপদটি ধরে লিখতে হবে।

বাক্যের প্রয়োজনীয় অপপ্রয়োগ ও এর শুদ্ধরূপ গুলো জেনে নিই------

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
অন্ধ ছেলের নাম পদ্মলোচন	কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন
ঘানির বলদের মতো খেতে গেলাম	কলুর বলদের মতো খেটে গেলাম
নীরোগী লোকেরাই প্রকৃত সুখী	নীরোগ লোকেরাই প্রকৃত সুখী
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়	দৈন্য / দীনতা প্রশংসনীয় নয়
আমি আপনার জ্ঞাতার্থে এ কথা বললাম	আমি আপনার অবগতির জন্য এ কথা বললাম
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে সাস্থ্য হানি ঘটে	আকণ্ঠ ভোজনে সাস্থ্য হানি ঘটে
তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন
আমি অহর্নিশি সে কথা ভাবি	আমি অহর্নিশ সে কথাই ভাবি
মাতাহীন শিশুটির পাশে কেউ দাঁড়ালো না	মাতৃহীন শিশুটির পাশে কেউ দাঁড়ালো না
তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার	তাহার বৈমাত্রেয় ভাই ডাক্তার
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য
আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সঙ্গে আনবে	আবশ্যক জিনিসপত্র সঙ্গে আনবে
আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি	আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি
আগত শনিবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে	আগামী শনিবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে
মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে
পড়াশোনা না করে সে চোখে হলুদ ফুল দেখছে	পড়াশোনা না করে সে চোখে সর্ষেফুল দেখছে

অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগ: নিজ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যতা দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সময়েও দাঁড়িয়ে যায়। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে। নিজের দৈন্যতা সে বুঝতেই চায় না। তাই কেউ তাকে সহযোগীতা করতেও ভয় পায়।

অনুচ্ছেদের শুদ্ধ প্রয়োগ : নিজ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন দাঁড়িয়ে যায়। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানিত বোধ করে। নিজের দৈন্য /দীনতা সে বুঝতেই চায় না। তাই কেউ তাকে সহযোগিতা করতেও ভয় পায়।